<u>উপস্থিতঃ</u>
বিচারপতি জনাব এম. ইনায়েতুর রহিম
এবং
বিচারপতি জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

<u>ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং-৪৭২৫৩/২০১৯</u>

আয়শা সিদ্দিকা মিন্নি

........আসামী-দরখাস্তকারী।

<u>বনাম</u>

রাষ্ট্র

.........প্রতিপক্ষ।

জনাব জেড. আই. খান পান্না, অ্যাডভোকেট সঙ্গে
জনাব এ.এম. আমিন উদ্দিন, অ্যাডভোকেট
মিস আয়নুর নাহার সীদ্দিকা, অ্যাডভোকেট এবং
মিস মাক্কিয়া ফাতেমা ইসলাম, অ্যাডভোকেট
........আসামী-দরখাস্তকারীর পক্ষে।

জনাব মনসুরুল হক চৌধুরী, (আদালতের অনুমতিক্রমে)
জনাব মোঃ সারওয়ার হোসেন বাপ্পী, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সঙ্গে
মিস মৌদুদা বেগম, অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাটর্নি জেনারেল
মিস হাসিনা মমতাজ, অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাটর্নি জেনারেল এবং
মিস শাহানা পারভীন, অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাটর্নি জেনারেল

.........প্রতিপক্ষের পক্ষে।

<u>শুনানীর তারিখঃ ২৮/০৮/২০১৯; ১৩ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ</u>
রায়ের তারিখ ঃ ২৯/০৮/২০১৯; ১৪ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম

আসামী-দরখাস্তকারী কর্তৃক ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৪৯৮ অনুসারে দাখিলকৃত জামিন আবেদনের প্রেক্ষিতে বর্তমান রুলটি ইস্যুক্রমে প্রতিপক্ষকে এই মর্মে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছিল যে, কেন আসামীকে বরগুনার বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আদালতে বিচারাধীন বরগুনা থানার মামলা নং-৩১ তারিখ ২৬/০৬/২০১৯ইং মোতাবেক জি.আর. নং-২১৪/২০১৯ ধারা-৩০২/৩৪ দন্ডবিধি, ১৮৬০, মামলায় জামিন প্রদান করা হবে না বা অত্র আদালতের বিবেচনায় যথাযথ প্রচারযোগ্য এতদসংশ্লিষ্ট অন্যবিধ আদেশ বা অধিকতর আদেশ বা আদেশ সমূহ প্রচারিত হবে না।

রুলটি ইস্যুর সময়ে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাকে রুলটি শুনানীর সময়ে কেস ডকেটসহ উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং সে প্রেক্ষিতে রুলটি শুনানীর সময়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা কেস ডকেটসহ আদালতে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া তদন্ত পর্যায়ে পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন সময়ে

পুলিশের কাছে দেয়া আসামীর কোন বক্তব্য বা স্বীকারোক্তি গণমাধ্যমে প্রদান করা কতটুকু আইন ও ন্যায় সংগত-সে বিষয়ে লিখিতভাবে ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য বরগুনার পুলিশ সুপার-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং তিনি একটি লিখিত ব্যাখ্যা আদালতে দাখিল করেছেন।

সংবাদদাতা মোঃ আব্দুল হালিম দুলাল শরীফ বিগত ২৬/০৭/২০১৯ইং তারিখে তাঁর ছেলে মোঃ শাহনেওয়াজ রিফাত হত্যার সাথে সংশ্লিষ্ট ২১ জনের নাম এবং বর্তমান আসামীকে ১নং সাক্ষী উল্লেখক্রমে বরগুনা থানায় একটি এজাহার দায়ের করেন; যা বরগুনা থানার মামলা নং-৩১ তারিখ-২৭/০৬/২০১৯ইং দন্ডবিধির ধারা-৩০২/৩৪ হিসেবে রেকর্ডভুক্ত হয়।

এজাহারে বর্ননা করা হয় যে, আসামীগণ এলাকার চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী ও সেবনকারী। সংবাদদাতার ছেলে মোঃ শাহনেওয়াজ রিফাত-এর সাথে তিন মাস পূর্বে বর্তমান আসামী আয়শা সিদ্দিকা মিন্নির বিয়ে হয়। উক্ত বিয়ের পরে আসামী মোঃ সাব্বির আহমেদ নয়ন দাবী করে যে, উক্ত আয়শা সিদ্দিকা মিন্নির সাথে ইতোপূর্বে তার বিয়ে হয়েছে এবং সে কারণে তাঁর ছেলে রিফাতকে হত্যার জন্য আসামীগণ বিভিন্ন ধরনের ভয়-ভীতি ও হুমকী প্রদর্শন করতে থাকে। ঘটনার দিন ২৬/০৬/২০১৯ইং তারিখ আনুমানিক সকাল ১০ ঘটিকার সময় বর্তমান আসামীসহ তাঁর ছেলে বরগুনা কলেজ গেটের সামনে পৌছালে পূর্ব থেকে ওৎ পেতে থাকা এজাহারনামীয় আসামীগণ রিফাতকে ঘেরাও করে ফেলে এবং আসামী সাব্বীর আহমেদ নয়ন হাতে থাকা রাম দা দিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে রিফাতের ঘাড় লক্ষ্য করে কোপ দেয়, যা গলার ডান পার্শ্বে লেগে গুরুতর হাড় ও রগ কাটা জখম সৃষ্টি করে। আসামী রিফাত ফরাজী ভিকটিম রিফাতকে ধারালো দা দ্বারা কুপিয়ে বুকের ডান পাশে কোপ দিয়ে হাড় কাটা জখম করে। আসামী রিশান ফরাজী রিফাতের মাথায় দা দ্বারা কোপ দিয়ে গুরুতর হাড় কাটা জখম করে। অন্যান্য আসামীগণ তাঁর ছেলের শরীরে বিভিন্নস্থানে কোপ দিয়ে গুরুতর জখম করে। বর্তমান আসামী স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় ভিকটিম রিফাতকে রিক্সায় করে বরগুনা জেনারেল হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নিয়ে যায় এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। সংবাদদাতা উক্ত সংবাদ পেয়ে তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্য সাক্ষীসহ দ্রুত হাসপাতালে আসে এবং গুরুতর আহত রিফাতের কাছ থেকে ঘটনার বিষয়ে জানতে পারে। পরবর্তীতে উন্নত চিকিৎসার জন্য ভিকটিম রিফাতকে বরিশাল শেরে-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরী বিভাগে নেয়া হয় এবং সেখানে চিকিৎসাধীন থাকাবস্থায় বিকেল বেলায় মৃত্যুবরণ করে।

পুলিশ ১৬/০৭/২০১৯ইং তারিখ সকালে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বর্তমান আসামীকে স্থানীয় পুলিশ লাইন্স-এ নিয়ে যায় এবং পরবর্তীতে গ্রেফতার দেখিয়ে ১৭/০৭/২০১৯ইং তারিখে রিমান্ড

আবেদনসহ আসামীকে বরগুনার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ০৫(পাঁচ) দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। ১৯/০৭/২০১৯ইং তারিখে বর্তমান আসামী সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৬৪ অনুযায়ী স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করে; পরবর্তীতে ঐ জবানবন্দি প্রত্যাহারের আবেদন করলে তা নথি ভুক্ত রাখা হয়।

বর্তমান আসামী নিম্ন আদালত হতে জামিন লাভে ব্যর্থ হয়ে অত্র আদালতে জামিনের আবেদন করলে বর্তমান রুলটির উদ্ভব হয়।

আসামীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণ জামিনের স্বপক্ষে নিম্নোক্ত যুক্তিসমূহ উপস্থাপন করেন-

এক. এজাহারে বর্তমান আসামীকে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে এক নম্বর সাক্ষী হিসেবে উল্লেখ করা হয় এবং এজাহারে সংবাদদাতা উল্লেখ করেন যে, বরগুনা হাসপাতালে ভিকটিম রিফাত ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে তাঁকে অবগত করেছিল;

দুই. আসামীকে দীর্ঘসময় স্থানীয় পুলিশ লাইন্স-এ জিজ্ঞাসাবাদের নামে বে-আইনীভাবে আটক রেখে গ্রেফতার দেখানো হয়;

তিন. দীর্ঘসময় রিমান্ডে থাকার পর ফৌজাদারী কার্যবিধির ধারা ১৬৪ অনুযায়ী প্রদত্ত কথিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি স্বেচ্ছা-প্রনোদিত নয় এবং ইতোমধ্যে আসামী উক্ত স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারের আবেদন করেছে;

চার. আসামী রিমান্ডে থাকাকালীন সময়ে দোষ স্বীকার করেছে মর্মে স্থানীয় পুলিশ সুপারের গণমাধ্যমের সামনে বক্তব্য প্রমাণ করে এই স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছা প্রনোদিত ও সত্য নয়;

পাঁচ. রাষ্টপক্ষে ঘটনার আগে ও পরে বর্তমান আসামীর সাথে আসামী নয়ন বন্ড (ঘটনার পরে কথিত ক্রস ফায়ারে মৃত) একাধিক বার মোবাইল ফোনে কথপোকথন হয়েছে মর্মে দাবি করা হলেও বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ **‘ঘটনার পূর্ববর্তী সময়ে একজন পুলিশ কর্মকর্তার সাথে নয়ন বন্ডের ৭৭(সাতাত্তর) বার মোবাইল ফোনে কথপোকথন হয়েছে’** সে বিষয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তার কোন তদন্ত ও ব্যাখ্যা নেই;

ছয়. আসামী একজন মহিলা;

সাত. যেহেতু মামলার তদন্ত শেষ পর্যায়ে বলে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতকে অবহিত করেছেন, সেহেতু আসামীপক্ষে মামলার তদন্ত বা সাক্ষীদের প্রভাবিত করার কোন সুযোগ নেই; এবং

আট. আসামীকে জামিন দেওয়া হলে সে তাঁর পিতার হেফাজতে থাকবে।

জামিনের বিরোধিতা করে রাষ্ট্র পক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মোঃ গোলাম সরওয়ার নিবেদন করেন যে-

এক. তদন্তে প্রাথমিক ভাবে সাক্ষ্য এসেছে যে, বর্তমান আসামী হত্যাকান্ডের মূল পরিকল্পনাকারী এবং এজাহার নামীয় অন্যান্য আসামীদের সহযোগীতায় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে;

দুই. বর্তমান আসামীসহ অন্যান্য কয়েকজন আসামী ফৌজাদারী কার্যবিধির ধারা ১৬৪ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছেন এবং ঐ সকল জবানবন্দি একটি অপরটিকে সমর্থন করে;

তিন. মামলার বিচার ব্যতীত এই মূহূর্তে আসামী কর্তৃক প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি 'সত্য ও স্বেচ্ছা প্রণোদিত নয়'- মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ নেই।

আদালতে উপস্থিত জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জনাব মনসুরুল হক চৌধুরী আদালতের অনুমতি নিয়ে বর্তমান আসামীর আইনজীবীগণ কর্তৃক জামিনের স্বপক্ষে যেসব যুক্তি দেখিয়েছেন তা সমর্থন করে আসামীকে জামিন দেয়া যেতে পারে বলে আদালতে নিবেদন করেন।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের বক্তব্য শ্রবন এবং সংযুক্ত মামলার এজাহারসহ দরখাস্তের অন্যান্য কাগজাদি, রাষ্ট্র পক্ষে দাখিলকৃত বর্তমান আসামীসহ অপর তিনজন আসামীর ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা অনুযায়ি প্রদত্ত জবানবন্দি এবং মামলার তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উপস্থাপিত কেস ডকেট পর্যালোচনা করা হলো।

নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলি বিবেচনায় নিয়ে আদালত এ পর্যায়ে বর্তমান আসামীকে জামিন প্রদান করা ন্যায়সঙ্গত মনে করছেঃ

এক. এজাহারে বর্তমান আসামীকে এক নম্বর সাক্ষী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সংবাদদাতা এজাহারে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ঘটনার বিষয়ে ভিকটিম রিফাতের নিকট হতে বিস্তারিত জেনেছেন;

দুই. বর্তমান আসামীকে গ্রেফতারের পূর্বে দীর্ঘসময় স্থানীয় পুলিশ লাইনস-এ আটক রাখা;

তিন. গ্রেফতার করে রিমান্ড শুনানীর সময় আসামী কর্তৃক আইনজীবী নিয়োগের সুযোগ না পাওয়া;

চার. ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৬৪ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দি দেওয়ার পূর্বেই অর্থাৎ রিমান্ডে থাকাকালীন অবস্থায় গণমাধ্যমের সামনে স্থানীয় পুলিশ সুপারের বিভিন্ন বক্তব্য, যথা- **১. 'আসামী দোষ স্বীকার করেছে' এবং 'মিন্নি শুরু থেকেই যারা হত্যাকারী ছিল তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে এবং এই হত্যাকান্ড সংগঠিত হওয়ার পূর্বেও সে পরিকল্পনার জন্য যা যা দরকার হত্যাকারীদের সাথে মিটিং করেছে'**; এবং

পাঁচ. আসামী একজন মহিলা এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৪৯৭ এর ব্যতিক্রমের সুবিধা পেতে পারে।

রুলটি ইস্যু করার সময়ে বরগুনার পুলিশ সুপার-কে বর্তমান আসামী রিমান্ডে থাকাবস্থায় প্রেস-ব্রিফিংয়ের সময় 'আসামী দোষ স্বীকার করেছে সম্পর্কিত' বক্তব্যের বিষয়ে বক্তব্য প্রদান কতটুকু আইন ও ন্যায়সঙ্গত সে বিষয়ে লিখিত ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। তৎপরিপেক্ষিতে বরগুনার পুলিশ সুপার কর্তৃক দাখিলকৃত লিখিত বক্তব্যটি এবং তৎসাথে কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করেছি।

যে পরিস্থিতি ও বাস্তবতায় উক্ত বক্তব্য দেয়া হয়ে থাকুক না কেন, বর্তমান বাস্তবতা হচ্ছে যে, একজন আসামী রিমান্ডে থাকাবস্থায় আইনের নির্ধারিত নিয়মে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দি প্রদানের পূর্বেই পুলিশ সুপারের এ ধরনের বক্তব্য তদন্ত সম্পর্কে জনমনে নানাবিধ প্রশ্ন ও বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু যদি ধরেও নেয়া হয় যে সত্য তা হলেও গণমাধ্যমের সামনে এ পর্যায়ে প্রকাশ ছিল অযাচিত (uncalled for) এবং ন্যায়-নীতি, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের পরিপন্থী। একজন দায়িত্বশীল অফিসারের কাছ থেকে এ ধরনের কার্য প্রত্যাশিত ও কাম্য ছিল না এবং তিনি নিজেই তাঁর দায়িত্বশীলতা ও পেশাদারিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন, যা দুঃখ ও হতাশা

জনক। মামলার তদন্ত যেহেতু চলমান সেকারণে এ বিষয়ে আদালত এই মূহূর্তে চুড়ান্ড সিদ্ধান্ত প্রদান করা থেকে বিরত থাকছে। তদন্ত শেষে পুলিশ রিপোর্ট দাখিল হলে পুলিশের মহা পরিদর্শক এ বিষয়ে সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা খুবই সংগত হবে যে, ইদানিং প্রায়শঃ লক্ষ করা যায় যে, বিভিন্ন আলোচিত অপরাধের তদন্ত চলাকালীন সময়ে পুলিশ-র‍্যাব সহ বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলাবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতারকৃত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট আদালতে হাজির করার পূর্বেই বিভিন্নভাবে গণমাধ্যমের সামনে উপস্থাপন করা হয়, যা অনেক সময় মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অমর্যাদাকর এবং অ-অনুমোদনযোগ্য; এবং বিভিন্ন মামলার তদন্ত সম্পর্কে অতি উৎসাহ নিয়ে গণমাধ্যমের সামনে ব্রিফিং করা হয়ে থাকে। আমাদের সকলকে স্মরণ রাখতে হবে যে, যতক্ষন পর্যন্ত আদালতে একজন অভিযুক্ত বিচার প্রক্রিয়া শেষে সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত না হচ্ছেন ততক্ষন পর্যন্ত চুড়ান্তভাবে বলা যাবে না যে তিনি প্রকৃত অপরাধী বা তাঁর দ্বারাই অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে। গণমাধ্যমের সামনে গ্রেফতারকৃত কোন ব্যক্তিকে এমন ভাবে উপস্থাপন করা সংগত নয় যে, তাঁর মর্যাদা ও সম্মান হানি হয় এবং তদন্ত চলাকালে অর্থাৎ পুলিশ রিপোর্ট দাখিলের পূর্বে গণমাধ্যমে গ্রেফতারকৃত কোন ব্যক্তি বা মামলার তদন্ত কার্যক্রম সম্পর্কে এমন কোন বক্তব্য উপস্থাপন সমিচীন নয়, যা তদন্তের নিরপেক্ষতা নিয়ে জনমনে বিতর্ক বা প্রশ্ন সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের আরো স্মরন রাখা প্রয়োজন যে, মামলার তদন্ত এবং বিচার পর্যায়ে একজন অভিযুক্তের প্রাপ্ত আইনী অধিকার নিশ্চিত করা সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

উপরোক্ত বিবেচনায় আদালতের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের আদালতে উপস্থাপনের পূর্বেই গণমাধ্যমের সামনে উপস্থাপন এবং কোন মামলার তদন্ত চলাকালীনসময়ে তদন্ত বিষয়ে কতটুকু তথ্য গণমাধ্যমের সামনে প্রকাশ করা সমিচীন হবে সে সম্পর্কে একটি নীতিমালা অতিদ্রুততার সাথে প্রনয়ন করা বাঞ্ছনীয়। এই নীতিমালা প্রণয়ন ও যথাযথভাবে অনুসরনের জন্য সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ/সুরক্ষা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মহা পরিদর্শক, পুলিশ-কে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ, অভিমত ও নির্দেশনা সহ বর্তমান রুলটি নিরঙ্কুশ (Absolute) করা হলো।

আসামী দরখাস্তকারী **আয়শা সিদ্দিকা মিন্নি**-কে বরগুনার বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-এর সন্তুষ্টি সাপেক্ষে জামিননামা (Bail Bond) সম্পাদনের শর্তে জামিন প্রদান করা হলো।

আসামী কর্তৃক অন্তবর্তীকালীন জামিনের সুবিধা অপব্যবহারের অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট আদালত আইনের নির্ধারিত নিয়মে জামিন বাতিল করতে পারবে।

জামিনে থাকাবস্থায় আসামী আয়শা সিদ্দিকা মিন্নি পিতার হেফাজতে থাকবেন এবং তিনি গণমাধ্যমে কথা বলা থেকে নিজেকে বিরত রাখবেন।

এই রায় ও আদেশের কপি প্রয়োজনীয় অবগতি ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট আদালত-সহ ১। সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ/সুরক্ষা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ২। মহা-পরিদর্শক, পুলিশ-এর নিকট অবিলম্বে প্রেরণ করা হোক।

বিচারপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

আমি একমত